দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 13 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

উত্তরাঞ্চলে প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু স্কুলে যায় না

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ০ বগুড়া অফিস ॥ উত্তরাঞ্চলে লক্ষাধিক শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুল ত্যাগ করিয়াছে। এই লক্ষাধিকসহ প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু এই অঞ্চলে স্কুলে যায় না। এইসব শিশুর বয়স ৬ বছর হইতে ১০ বছরের মধ্যে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুর অধিকাংশই ভূমিহীন, দিনমজুর, বাস্তুহারা পরিবারের। নিরক্ষর হইয়া তাহারা বাড়িয়া উঠিতেছে। সংসারে আয়ের উৎস হিসাবে বাড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গতর খাটায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় ৬ বছর হইতে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৪৯। ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৮১৯টি শিশু স্কুলগামী হয় নাই। ভর্তি হইবার পর ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৩০টি শিশু ২ হইতে ৩ মাসের মধ্যেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর কোনদিন স্কুলে ফিরিয়া আসে নাই। রাজশাহী বিভাগে এই বছর ৯ হাজার ২৬২টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল, ৬ হাজার ৯৯১টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক স্কুল ও ১ হাজার ২৫০টি আনরেজিষ্টার্ড প্রাথমিক স্কুলে ৪০ লক্ষাধিক শিশু ভর্তি হয়। বেসরকারীভাবে বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ও সরকারী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৫ লক্ষাধিক শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই শিক্ষার অগ্রগতি থাকিলেও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুলে যায় না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অগ্রগতি মন্থর। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, যথাসময়ে স্কুলে না আসা এবং ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট নজর না দেওয়ায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়েই হ্রাস পাইতেছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা ও নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ার জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতেও ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইতেছে না। অধিকাংশ এলাকায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম অভিভাবকদের হাতে পৌঁছাইতেছে না।

উত্তরাঞ্চলের অভাবী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র করুণ। রংপুর জেলায় স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৪। স্কুলে যায় না ৪৩ হাজার ৫১ জন। কুড়িগ্রাম জেলায় স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার। স্কুলে যায় না এক লক্ষ ১০ হাজার। গাইবান্ধা জেলায় ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৩২৯টি শিশু স্কুলে যাওয়ার বয়স পূর্ণতা পাইলেও স্কুলে যায় না ১ লক্ষ ১৫ হাজার শিশু। নীলফামারী জেলায় স্কুল উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৫৭। স্কুলে যায় না ২৯ হাজার ৬৫৭ জন। লালমনিরহাট জেলায় স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৭। স্কুলে যায় না ৩১ হাজার ৪১৭ জন। অন্যান্য জেলার চিত্র একই।

যমুনা, তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র নদীর দুর্গম চরাঞ্চলের ৪৫ ভাগ শিশু স্কুলে যায় না। রংপুরের গঙ্গাচড়া, পীরগাছা, কুড়িগ্রামের উলিপুর, রৌমারী, রাজিবপুর, চিলমারী, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা, লালমনিরহাটের আদিতমারী, নীলফামারীর ডোমার, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জের চৌহালী, কাজীপুর, পাবনার বেড়া, সুজানগর থানার ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ

শিশু স্কুলগামী নয়। এইসব

বিক্রি করিতেছে। কেহ শুধু খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করিতেছে। কাজ করিতেছে কলকারখানা, হোটেল-রেস্তোরাঁয়। স্কুলে না গিয়া বনজঙ্গল, মাঠ, দূর চরাঞ্চল হইতে সংগ্রহ করে জ্বালানি। ঘাটেঘাটে, বাস টার্মিনাল, রেলষ্টেশনে কাজ করে মুটে-মজুরের। কাজের সন্ধানে শহরে আসিয়াও ইহারা ভীড় জমাইতেছে। এমনকি উত্তরবঙ্গ